স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচিতি

সকল বয়সী মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ-টেকসই উন্নয়নের এই অভীষ্ঠকে সামনে রেখেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন- এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে পৌঁছাতে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামোর পাশাপাশি যুগপৎ নিরাপদ ঔষধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বর্তমান সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত । বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে বেশ সফলতা লাভ করেছে। বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড বিতরণ - এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র।

সফলতার পাশাপাশি এখনও স্বাস্থ্য খাতে রয়েছে বিবিধ ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। নারীর অকাল প্রজনন, প্রসব ও প্রসবোত্তর জটিলতা, অঞ্চলভেদে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে সমস্যা, দেশের কতিপয় অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, ধূমপান ও মাদকাসক্তি, অপরিকল্পিত খাদ্যাভ্যাসসজনিত রোগের প্রকোপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখী প্রবনতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানির অভাব, নিম্নমানের পয়:নিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ/ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সব সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থা সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য-সেবার চিত্র । ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন :

রূপকল্প (**Vision**) : জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (**Mission**) : সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সেবা, গ্রাহককেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পুনর্বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধন।

কর্মপরিধি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

১. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ
২. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মান নির্ধারণ
৩. ঔষধ আমদানি এবং রপ্তানিতে মান নির্ধারণ
৪. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ
৫. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন

৬. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত, যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মেসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তাদান।

৭. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) জনস্বাস্থ্য

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ঘ) মহামারি, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ

ঙ) স্বাস্থ্য বিমা

চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

ছ) ধূমপান প্রতিরোধ

জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টিজনিত রোগ

ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি

৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন

খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয়সংক্রান্ত

গ) মানসিক ব্যাধি

৯. মাদক নিয়ন্ত্রণ

১০. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ

১১. নদীবন্দর এবং বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

১২. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৩. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

১৪. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৫. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৬. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা

১৭. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

২০. সহায়ক চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পুনর্বাসন

২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি

২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রদান

ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারী

খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারী এবং

গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী

২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন

২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts

২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামো :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ২০১৭ সালে পুনর্গঠিত করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগে গঠন করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী আছেন। সচিব প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপ্যাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং অধীন ০৭টি সংস্থার যাবতীয় কর্মকান্ড বিধি মোতাবেক নিষ্পন্নসহ ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহ :

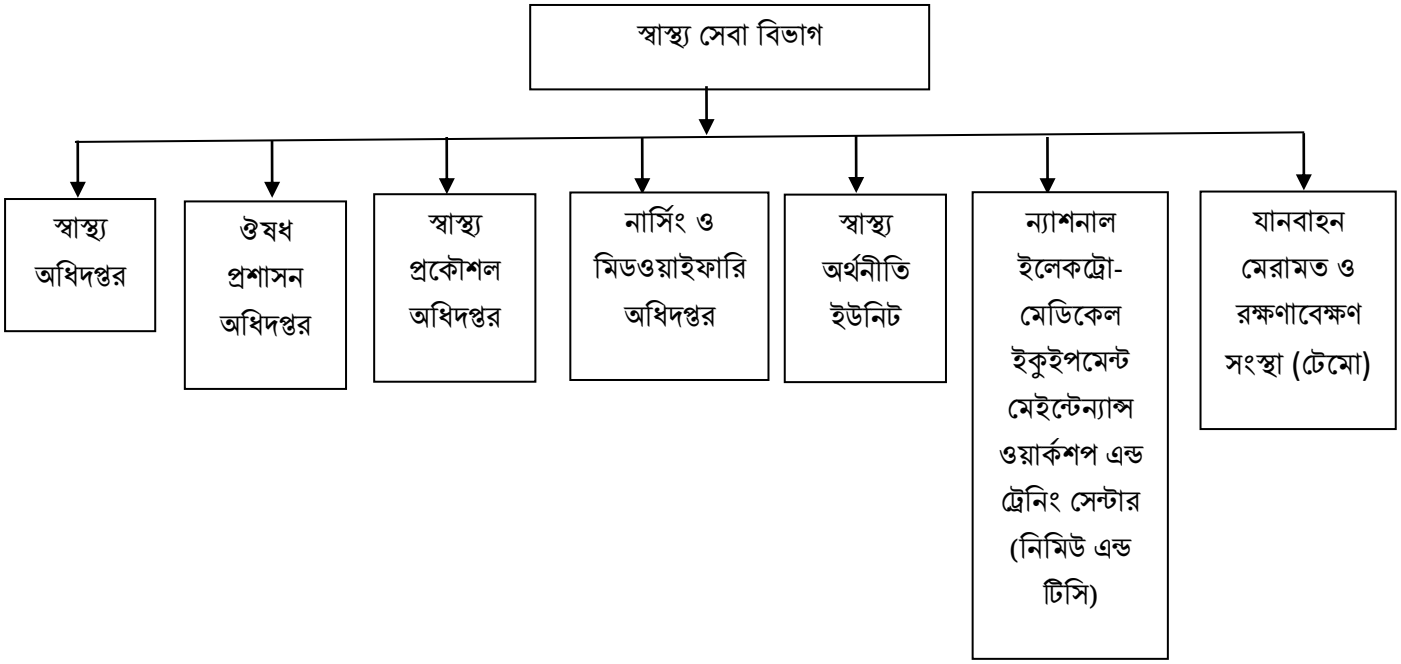

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

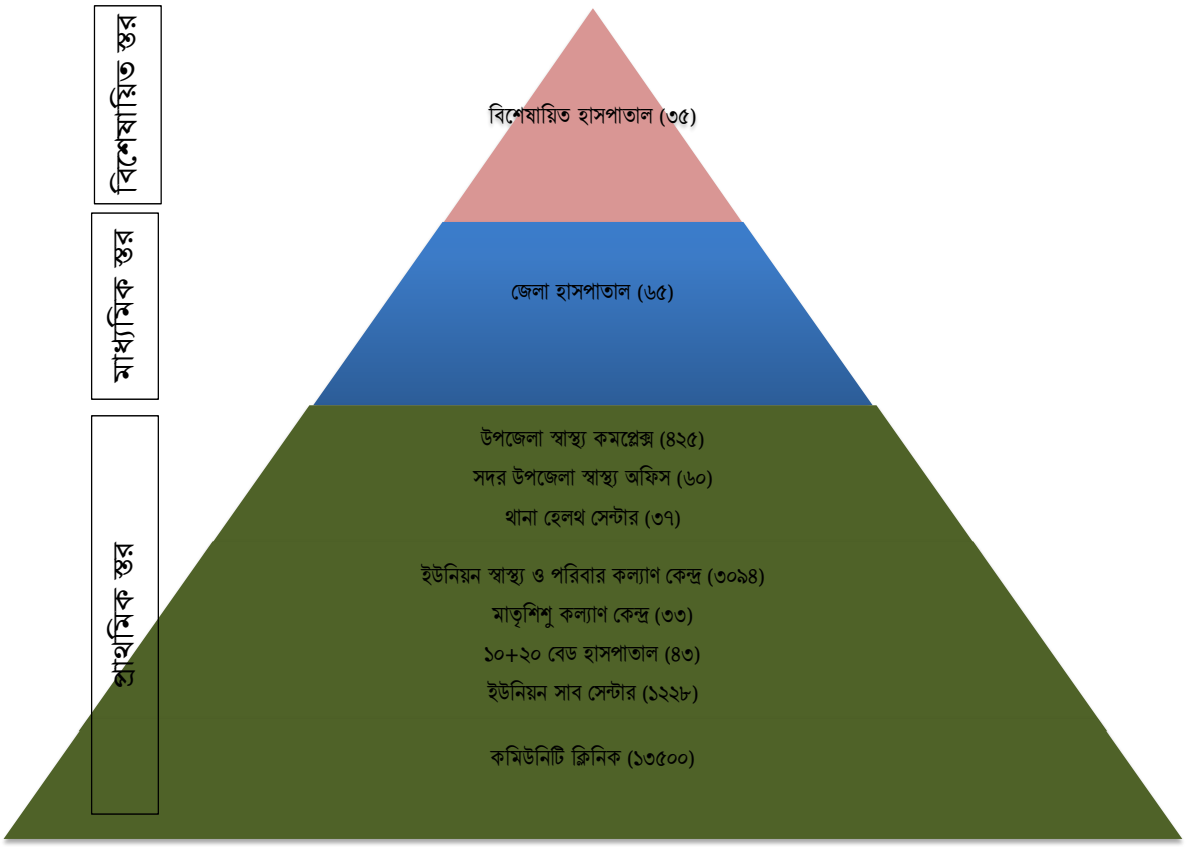

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। পাঁচ স্তর বিশিষ্ট এই পিরামিড কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র (UHFWC)। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জেলা পর্যায়ে আছে ৫৯টি জেলা হাসপাতাল। এখানে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৩৫টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য খাতে জনবল :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জনবলের পরিসংখ্যান :

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩২৪	১৫৪	১৭০	-	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুমোদিত পদ।
(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১,০২,৪৯০	৭৫,৩৮৪	২৭,১০৬	২৩,৫০১	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে নতুন পদ সৃজনের কারণে অনুমোদিত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৪৩০	৩৪০	৯০	১০১	-
(ঘ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)	৬১৯	৪৯১	১২৮	১৯৫	-
(ঙ) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৩৪,৫৯৯	২৬,৯৯৮	৭৬০১	১৫,৯০৫	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে নতুন ৭০০০টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজনসহ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে কিছু সংখ্যক পদ স্থানান্তরিত হওয়ায় অনুমোদিত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(চ) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৫	৬৩	৩২	১০	-
(ছ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৭৫	৫০	২৫	-	-
(জ) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯	২৪	৫	১৪	-
মোট=	**১,৩৮,৬৬১**	**১,০৩,৫০৪**	**৩৫,১৫৭**	**৩৯,৭২৬**	

- **স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত**

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	৮
৩,০৭১ টাকা। (US$ 37)	৬১০	৫,০২৩	৫,৬৩৩	৪৯,৪১৪	৮৭,৬১০	১,৩৭,০২৪	৯৩,৭৬৩	৪৮,০০১	৩৩,৬৪৪ (রেজিস্টার্ড প্যারামেডিকস ১২২০৪)	১:১,৮১৩	১:৩,৫৪২	১ : ৫,০৫৩

উৎস : WHO 2017. 1 US$ = 83 Taka.

বিঃ দ্রঃ রেজিস্টার্ড প্যারামেডিকস ফার্মাসিস্ট ১২২০৪, রেজিস্টার্ড করা হয় না এমন প্যারামেডিকস (মেডিকেল টেকনোলজিস্ট : ল্যাব/রেডিওগ্রাফি/রেডিওথেরাপি/পিজিওথেরাপি/ডেন্টাল) এর সংখ্যা ২১,৪৪০।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি**

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০১	DSF Maternal Health Voucher Scheme	৭১,৬৯৫ জন গর্ভবতী মা	২,২৯৪.৩৪	৮৯,৬১৮	২,৪২৭.৯৪
	০২	Demand side financing program under cataract surgery for poor & marginalized population	১১.২৫ কোটি ভিজিটের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে গ্রামীন বিশেষত মা, শিশু, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন।	৭৩,৮০৭.১৫	৫০০	১৫.০০
		জরুরী ও জটিল রোগীদের উচ্চতর পর্যায়ে রেফার	১.৬১ কোটি জরুরি ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে।			
		গ্রামীণ জনগণের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব নিশ্চিতকরণ	কমিউনিটি ক্লিনিকে ২৮,৭৫৮ টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।			
	০৩	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি/(এসএসকে)	৪৬,২৯৭ টি পরিবার	৪৬৩.০০		
		Vouchering scheme to increase accessibility to the poor, marginalized and disadvantaged population (Demand Side Financing)	দেশের সুবিধাবঞ্চিত, হত দরিদ্র ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, গরীব ২,০০০ জন রোগীর চক্ষু চিকিৎসা এবং অপারেশন সেবা প্রদান ।	৬০.০০		
	০৪	ভিটামিন 'এ'র ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণ	৪১,৬৫০,২১৭ জন	২০১০.৫০		
	০৫	আয়রনের ঘাটতি জনিত রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ	১৫,৩১৪,১৫২ জন	১৫৭.১৩		
	০৬	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারী তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতাল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	৩০০টি SAM ইউনিট স্থাপন	২০.৫০		
	০৭	শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	৭৮৮টি শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	১১১.৫০		

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ (বার) টি অনুবিভাগের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ অন্যতম। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা, পার অধিশাখা এবং মানব সম্পদ অধিশাখার সার্বিক কার্যক্রম তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এছাড়াও কম্পিউটার সেল, হিসাব শাখা ও লাইব্রেরি শাখা এ অনুবিভাগের আওতাধীন।

কর্মপরিধি :

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অফিস, স্থান, বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলি ;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- TEMO এবং NEMEW এর সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয়সাধন ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), বিধি-প্রবিধান (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;

প্রশাসন অধিশাখা :

প্রশাসন অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)। তাঁর অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখা, প্রশাসন -২ শাখা, প্রশাসন -৩ অধিশাখা ও প্রশাসন -৪ অধিশাখা, কম্পিউটার সেল ও লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশাসন-১ শাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং রুটিন কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, শৃঙ্খলা প্রেষণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ❖ ২০/০৩/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ❖ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের পর হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ১১-১৭ গ্রেডভুক্ত ১২০০ পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ গত অর্থ-বছরে ১,০৯৫ টি পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ৭ জন ৭ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও ০২ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা কর্ম কমিশনের সুপারিশক্রমে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- ❖ বিভিন্ন হাসপাতালে ৩৯৫টি পদে আনসার নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এ বিভাগের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্য থেকে ০৮ (আট) জনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে এবং ০৪ (চার) জনকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসাবে ১৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে ০১ (এক) জনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তার শুন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ০৭ (সাত) জনকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রূপরেখা বাস্তবায়নকল্পে এ শাখায় পূর্ণাঙ্গরূপে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী তথা এর অধীন দপ্তর, সংস্থাসমূহের Non-medical কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম e-management system এর আওতায় সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

প্রশাসন-২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দসহ কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, কর্মপরিবেশ সংরক্ষণ, স্টেশনারি দ্রব্য ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, প্রটোকল ও যানবহন ব্যবস্থাপনা, সভা/অনুষ্ঠান আপ্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, গ্রহণ ও বিতরণ

ইউনিট (R&I) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রশাসন-২ অধিশাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিও এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ০১টি কার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ০১টি জিপ এবং মানসিক হাসপাতাল, পাবনার জন্য ০১টি জিপ গাড়ি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/অধিশাখা/শাখার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ২৩,৬৬,৬৮৬/- (তেইশ লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত ছিয়াশি) টাকার স্টেশনারি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/অধিশাখা/শাখার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৪৪,৬৮,০০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকার প্রিন্টার, ফটোকপি ও ফ্যাক্স টোনার, ডেভেলপার ও ড্রাম ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মরত জনবলের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সার্ভার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে এটির লিংক স্থাপন করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করা সম্ভব হবে।

প্রশাসন-৩ অধিশাখা :

এ অধিশাখাটি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাউন্সিল অধিশাখা। এ অধিশাখা হতে জাতীয় সংসদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় সংসদের সাধারণ প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি (লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর (লিখিত ও মৌখিক) প্রেরণ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালির ১৩১ বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংক্রান্তের আলোচনামূলক উত্তর প্রদান এবং কার্যপ্রণালির ৭১ বিধিতে গৃহীত নোটিশের জবাব প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ১০ম জাতীয় সংসদে ৭টি (১৬তম হতে ২২তম) অধিবেশনে ৩৪১ টি মৌখিক ও ১৬৫ টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ম জাতীয় সংসদে ২৩টি (সম্পূরকসহ) উত্তর প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ৭১ক (৩) উপ-বিধি অনুযায়ী মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক মোট ৬১টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নিকট প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক ৬টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্রীফ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাবর দেওয়া হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ অধিশাখা থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

এ অধিশাখা হতে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য তথ্যাদি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে কোন ধরণের সংসদীয় প্রশ্ন ও উত্তরের তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে জানা যাবে এবং উক্ত প্রশ্নোত্তরের বিষয়ে এবং সংসদীয় বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

প্রশাসন-৪ অধিশাখা :

এ অধিশাখাটি মূলত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সমন্বয় ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ; জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ নির্দেশনা প্রতিপালন; সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; সকল দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন; ইনোভেশন টিম ও

ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে A2i এবং GIU এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন; কর্মবন্টনভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মন্তব্য/মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন। বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকাসহ অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সমন্বয়ধর্মী কাজ। শাখা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইত্যাদি এ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে - নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য খাতের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। ডাক্তারদের কর্মস্থলে উপস্থিতি মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম। 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচি বাস্তবায়ন। অর্থ বিভাগের জন্য জাতীয় বাজেটে তথ্য উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গত ২১ জুন ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার কর্নারে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে অর্ন্তভুক্তকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের বিষয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় এবং সে আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'তথ্য অধিকার' বিষয়ক পৃথক মেন্যু সৃজন করা হয়েছে।

- ২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যাপক এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্র বহুমাত্রিক হলেও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, টেলিফোনে পরিবীক্ষণ, ওয়েবসাইটে নাগরিকের অভিযোগ পর্যালোচনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/মতামত পর্যালোচনা করে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। সেলের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দেশের জেলায়/উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সেবা দানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এ বছর মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিদর্শনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে।

- সর্বশেষ ০৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য ১ মাসের মধ্যে সকল বায়োমেট্রিক মেশিন সচল ও কার্যকরকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে স্থাপিত বায়োমেট্রিক মেশিন যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় এই নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২৩ মে ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হাসপাতালের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনগণের জন্য গুণগত, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনগণের স্বাস্থ্য সেবা দানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার শৈথিল্য বরদাশত করা হবে না মর্মে হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/অধ্যক্ষগণকে জানান। হাসপাতালগুলিতে সান্ধ্যকালীন রাউন্ড সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা বিকেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারি হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়ে এই সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬টি উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ও জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয় বিবেচনা করে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চীফ ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে ইনোভেশন টিমের সভা এবং নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ের ইনোভেটর/ ইনোভেশন অফিসারদেরকে নিয়ে সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭ তে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদি ০৫ (পাঁচ)টি, মধ্যমেয়াদি ০৪ (চার)টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ০৬ (ছয়)টি সর্বমোট ১৫ (পনের)টি গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলন **২০১৭** উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনাকালে ০৩ (তিন)টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- ০২ জুলাই ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সচিব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সে আলোকে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো: সিরাজুল হক খানের সভাপতিত্বে একটি ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৬ (ছাব্বিশ)টি

নির্দেশনা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিপালনের জন্য তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া ০৪ মার্চ ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মনিটরিং ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল তথ্যাদির ডাটাবেজ প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 'Source Book' প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহের Innovation Team এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে IPM (Individual Performance Management) এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার আধুনিকায়ন করা হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা মনিটরিং এর কৌশল প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে।
- অধিশাখার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জরুরি আইন, বিধি, সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশ সম্বলিত ইলেকট্রনিক গার্ড ফাইল প্রণয়ন করা হবে এবং একইভাবে শাখার জারিকৃত পত্র-নির্দেশনা সম্বলিত মাষ্টার ফাইল প্রস্তুত করা হবে ।

লাইব্রেরি শাখাঃ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, সংগঠন,ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, স্বাস্থ্য সেবা খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সরকারি প্রকাশনা, পুস্তক, প্রতিবেদন ও সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, মন্ত্রণালয়ের কাযর্ক্রম সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি তথ্য / রিপোর্ট সংগ্রহ এবং গ্রন্থপুঞ্জি ও নির্ঘন্ট তৈরিকরণও এ শাখার কাজ। এ শাখার দায়িত্বে একজন লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রতি বছর নতুন বই ক্রয় করা হয়। বইগুলো চাকুরির বিধি বিধান, আইন, প্রশাসনিক, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত। নতুন-পুরাতন সকল প্রকার বই লাইব্রেরির নিয়ম মাফিক আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা গ্রন্থ, রেফারেন্স বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। নতুন বই ও সাময়িকী ক্রয়ের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পাঠ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ভবিষ্যতে লাইব্রেরিতে এ.সি. সংযোগ, ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজড তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সহজতর করে ব্যাপক পাঠক সেবা প্রদান করে আধুনিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইব্রেরির সংগৃহীত বই, প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও সাময়িকী সম্পর্কে সময়ে সময়ে তাদের অবহিত করা হবে।

কম্পিউটার সেলঃ

বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল ও উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার সেলে বর্তমানে একজন সিস্টেম এনালিস্টের তত্ত্বাবধানে একজন প্রোগ্রামার, একজন মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, দুইজন সহকারী প্রোগ্রামার ও একজন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর কর্মরত আছেন। কম্পিউটার সেলে বিভিন্ন শাখা/উইং-এর আইসিটি সংক্রান্ত সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য সিস্টেম স্টাডি, এনালাইসিস, ডিজাইন, টেস্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আইসিটি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে সহায়তা করা। মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় আইসিটি সিস্টেম তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা কম্পিউটার সেলের কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণ ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম, ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ ও তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এই সেলের কাজ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কম্পিউটার সেলের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

মন্ত্রণালয়ের **ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ :**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি, প্রেষণ নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেজের লিংকের মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও এইচপিএনএসপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- সরকারের সাফল্যের চিত্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য) ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে;
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- বাজেট (২০১৭-২০১৮) ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- তথ্য সেবা প্রদানের রিপোর্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছে;
- অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ :অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো;
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্টগণের তালিকা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ১০তম সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ (পুনঃসংশোধিত);
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী যাচাই কমিটি ও অন্যান্য তথ্য;

ইনোভেশন কর্ণার

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Innovation Team এর ৩৩তম সভার ০২নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের নতুন ইনোভেশন প্রকল্প সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের মার্চ ২০১৮ এর সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের জানুয়ারি ২০১৮-এর সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগের রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন বিষয়ক;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৬ সালের উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিম গঠন;

নীতিমালা

- খসড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৭
- হজ্জযাত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৮
- সাহায্য মঞ্জুরী কোডের অধীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের গাইডলাইন
- সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৭

অনান্য

- বাংলাদেশ গেজেট, ২০১৮
- উন্নয়নের ৭ বছর: ২০০৯-২০১৬ অর্থ-বছর

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮
- কল্যাণ কর্মকর্তা
- অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
- তথ্য অধিকার, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ফেসবুক সংক্রান্ত কার্যক্রম :

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) Programme এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করাই এই ফেজবুক পেজের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নোটিস ও ছবি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী পোস্ট করা হয়।
ফেসবুক পেজটির লিংকটি : https://www.facebook.com/mohfwbd

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট (www.hsd.gov.bd) হালনাগাদকরণ/Web Portal সংক্রান্ত কার্যক্রম :

Access to Information (a2i) Programme সরকারের "Digital Bangladesh" রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের একই প্লাটফর্মে প্রায় ২৫,০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য একটি নতুন ওয়েবপোর্টাল নির্মাণ করা হয়। এই নতুন ওয়েব পোর্টালের লিংক- www.hsd.gov.bd

ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অভ্যন্তরীণ ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ০৭ টি ওয়াই-ফাই কানেকশন বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হলো - মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে ০১ টি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে ০১ টি, সচিব মহোদয়ের দপ্তরে ০১ টি, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের দপ্তরে ০১ টি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) মহোদয়ের দপ্তরে ০১টি, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের দপ্তরে ০১টি, বড় সভাকক্ষে ০১টি ।

Personal Data Sheet (PDS) :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে। এই ডাটাবেজে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। নতুন কর্মকর্তা যোগদান করলে তার তথ্য এন্ট্রি করা হবে এবং কোন কর্মকর্তার ডেস্ক পরিবর্তনসহ ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদকরণের প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করা হবে।

বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ :

বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বৈদেশিক ভ্রমণের ডাটাবেজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন field সংযোজন করা হয়েছে।

ই-ফাইল/ নথি (http://www.nothi.gov.bd)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নথি (ই-ফাইল) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১৭ ই-ফাইলিং কার্যক্রম স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় উদ্বোধন করেছেন।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগে ই-ফাইল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ই-ফাইলিং এর জন্য বিষয়ভিত্তিক কোড প্রয়োজন হয়। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী ক্রোড়পত্র-৬ (পৃষ্ঠা-৭৩) এ বিষয়ভিত্তিক কোডের তালিকা দেওয়া আছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের ই-ফাইলিং এ সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ক্রোড়পত্র-৬ এ উল্লেখিত ৩১টি কোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া ই-ফাইলিং এর জন্য নতুন কোড প্রশাসন-১ শাখা হতে দেওয়া হয়েছে।

- ই-নথি সিস্টেমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক অবস্থানঃ (এটুআই হতে প্রাপ্ত)

নভেম্বর' ২০১৭	ডিসেম্বর' ২০১৭	জানুয়ারি' ২০১৮	ফেব্রুয়ারি' ২০১৮	মার্চ ২০১৮	এপ্রিল' ২০১৮	মে' ২০১৮	জুন' ২০১৮
৫২ তম	৪৬ তম	১৪ তম	১৩ তম	২৬ তম	২৯ তম	১৯ তম	২৮ তম

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় নথি (ই-ফাইল) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রত্যেক শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার শাখা হতে

নিয়মিতভাবে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি উপস্থাপিত হচ্ছে কিনা তদারকি করেন। মাসিক সমন্বয় সভায় ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির বিবরণ পর্যালোচনা করা হয়। সকল কর্মকর্তাকে নিয়মিত ই-ফাইল Log in করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের সাথে ই-ফাইলের মাধ্যমে নথি নিষ্পন্নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অফিসিয়াল ইমেইল সিস্টেম :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-মেইল সিস্টেমটি গত জুলাই ২০১৭ চালু করা হয়েছে এবং জাতীয় ডাটা সেন্টারে (বিসিসি) স্থানান্তর করা হয়েছে।

কম্পিউটার সেলের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

স্বল্পমেয়াদি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনলাইন লিভ সফটওয়্যারের পরবর্তি সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকআপ সিস্টেম, রিপোর্টিং মডিউল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে PDS সিস্টেমের উন্নয়ন সাপেক্ষে আপডেটেড ডাটাবেজ তৈরি করা হবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনভেন্টরি অ্যাসেট ট্রেকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের ইনভেন্টরির ডাটাবেজ পাইলটিং হিসেবে শুরু করা হবে।
- তথ্য নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে ই-গর্ভনেন্স এর আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যান মাধ্যমে নোট, সারসংক্ষেপ, প্রতিবেদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রতিবেদন ব্যাকআপ হিসাবে ইলেকট্রনিক সংরক্ষণের নিমিত্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সর্বশেষ মডেল এর Network Attach Storage (NAS) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইন্ট্রানেটভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। এর ফলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার মধ্যে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হবে ও বড় আকারের ফাইল শেয়ার করা সম্ভব হবে।
- হাসপাতাল পরিদর্শনের রিপোর্ট ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তিতে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই ডাটাবেজ নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

দীর্ঘমেয়াদি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ও অধীন সকল দপ্তরের সমন্বয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সেবার আবেদন এবং সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের আইসিটি সিস্টেম সমন্বিত করে একটি একক প্লাটফর্ম স্থাপন করা। একটি ড্যাশবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সকল সিস্টেম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাকে উন্নত ও ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এর অধীন সকল দপ্তরের তথ্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্যভান্ডার তৈরি করা ।
- একটি কার্যকর সার্ভার রুম বা মিনি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হবে।
- Smart Phone, Media Pad এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনভিত্তিক বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

পার অধিশাখা :

পার অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন যুগ্মসচিব (পার)। তাঁর অধীনে পার-১ অধিশাখা, পার-২ অধিশাখা, পার-৩ অধিশাখা ও পার-৪ অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পার-১ অধিশাখা :

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদিত পদকাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেজ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যাদি পার-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদের নিয়োগ, বদলি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় পার-১ অধিশাখায়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৪৩ জন, অধ্যাপক পদে ১৪৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫৭ জনকে পিআরএল, ০৮ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ২২ জন স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

পার-২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পার-২ অধিশাখার আওতাভুক্ত বিষয়। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয় এবং বিভাগীয় পদোন্নতি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়। সারাদেশে সিভিল সার্জনদের পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাও এর আওতাভুক্ত।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালক পদে ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৩৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৪৪০ জন স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১০,০০০ চিকিৎসক (৯, ৫০০ সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার এবং ৫০০ সহকারী ডেন্টাল সার্জন) নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। দুই পর্বে এ নিয়োগ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে সরকারি কর্ম কমিশন থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূর্বক ক্যারিয়ার প্ল্যান আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিধিসমূহ হালনাগাদ ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হবে।

পার-৩ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সার্ভিসের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এই অধিশাখার কাজ। সহকারী সার্জন, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের পদায়ন, চাকুরি নিয়মিতকরণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- পার-৩ অধিশাখায় বিষয়ভিত্তিক পদে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে ৭৩৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে অ্যানেসথেসিওলজি পদে ৩৭ জন, কার্ডিওলজিতে ৪৩ জন, কনজারভেটিভ ডেন্ট্রিস্ট্রিতে ১, ডেন্ট্রিস্ট্রিতে ৬ জন, ইএনটিতে ১৯ জন, গাইনী অবসে ১৫৮ জন, মেডিসিনে ১১৭ জন, অর্থোডনটিক্সে ৫ জন, অফথালমোলজিতে ১৬ জন, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারিতে ১১ জন, অর্থো-সার্জারিতে ৫১ জন, প্যাথলজিতে ৩ জন, পেডিয়াটিক্সে ১২৯ জন, প্রস্থোডনটিক্সে ২ জন, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং-এ ২০ জন, বক্ষব্যাধিতে ১০ জন, স্কিন এন্ড ভিডিতে ২৩ জন, সার্জারিতে ৮৫ জন পদোন্নতি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।
- মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত এবং সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

পার-৪ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, জেলা/সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০ শয্যা হাসপাতাল, ১০ শয্যা হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা, পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০১৭-২০১৮ : অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সৃজিত পদগুলো টেবিল আকারে দেখানো হলঃ

বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মোট ২৮টি জিওর মাধ্যমে	১ম শ্রেণি ক্যাডার	১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার	১ম শ্রেণি মেডি: ব্যতীত	১ম শ্রেণি নার্সিং	২য় শ্রেণি নার্সিং	২য় শ্রেণি নন-নার্সিং	৩য় শ্রেণি মেডি:	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	আউট সোর্সিং	মোট
	১৫৫৪	৬৭	৮৩	৪	৩৭১৬	২৬	১২৮	২৬২	১৭৯	৫৬৪	৬৫৮৩

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

দেশের মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব এখনও রয়েছে। দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন শ্রেণির চিকিৎসকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে ।

মানব সম্পদ অধিশাখা

মানব সম্পদ অধিশাখা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীন একটি স্বতন্ত্র অধিশাখা, যার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য জনশক্তি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও এর উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীন বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (HEU) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তিতে উক্ত ইউনিটের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে ১৯৯৯-২০০০ :অর্থ-বছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে পলিসি এন্ড রিসার্চ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP) এর আওতায় স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) অপারেশনাল প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। ২০১৬-২০১৭ : অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামক দুটি ভাগে বিভক্ত করা হলে মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট-কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মানব সম্পদ অধিশাখার (HR) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মানব সম্পদ অধিশাখা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে স্বাস্থ্য জনশক্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মকৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে। বর্তমানে এই অধিশাখা ২০১৭-২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSP'র অধীনে গৃহীত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য :

(১) HPNSP-এর অন্তর্গত এইচআরডি অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

(২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি, লিয়েন, বহি:বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি, ০৩ (তিন) মাসের অধিক সময় বহি:বাংলাদেশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ওএসডিকরণ এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মানব সম্পদ-২ শাখা হতে মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। মানব সম্পদ-২ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহি:বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ প্রায়শই আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। চিকিৎসকদের প্রার্থীত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের এইচআর-২ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি	দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	লিয়েন মঞ্জুর	বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) নিয়োগ	বহিঃবাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি
৬২৮২	১৪২	৫৬	৩২	৭	১২

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত এইচআর অধিশাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত এইচআরডি এর উল্লেখযোগ্য কার্যাদি:

নং	বিবরণ	দিন	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	ব্যাচ
স্থানীয় প্রশিক্ষণ:				
১.	iBas+ সফটওয়ারের মাধ্যমে বিভাজন	১ দিন	২৯ জন	১
২.	Training on Annual Performance Agreement System (Individual and Institutional)	১ দিন	২২ জন	১
৩.	Training on Annual Performance Agreement	১ দিন	১৯ জন	১
৪.	Human Resource Information System (HRIS)	৭ দিন	১৬৬ জন	৪
		মোট =	**২৩৬**	**৭**
স্থানীয় ওয়ার্কশপ:				
১.	Capacity development of individual and facilities/institutions for individual & institutional performance management	১ দিন	১৭৫ জন	৩
২.	Introduce and scaling up of performance management system with performance appraisal	১ দিন	১৭৭ জন	৩
৩.	Workshop on Address shortage and skill mix, including ratio imbalance task shifting addressing HWF Strategy	১ দিন	৭৫ জন	২
৪.	Operational Plan বাস্তবায়ন কমিটির সভা	১ দিন	৯ জন	১
	মোট =		**৪৩৬**	**৯**
MPH/ EMBA				
১.	Executive MPH/ EMBA কোর্স		১০ জন	
		মোট =	**১০ জন**	
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:				
১.	Training (Short) on Governance and Human Resource of Health	১০ দিন	১১ জন	১
	মোট =		**১১ জন**	**১**
	সর্বমোট		**৬৯৩ জন**	

বর্তমানে Wrold Health Organization (WHO) এবং Save the Children এর কারিগরি সহযোগীতায় Workload Indicator for Staffing Need (WISN) সংক্রান্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা এ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

এছাড়া WHO এর কারিগরি সহযোগিতায় Health Labour Market Analysis in Bangladesh সংক্রান্ত আরো একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য জনশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং সরবরাহ নিরুপন করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- To support availability of a quality and responsive health workforce at all public and private sector health facilities to carry out the mission of the Ministry of Health & Family Welfare, Bangladesh;
- Ensure availability of competent and adequate number of workforces as per health systems need;
- Produce, develop and sustain quality health workforce at all levels by increasing production capacity, improving quality of education and training;
- Recruit, deploy and retain health workforce equitably by rationalizing the recruitment rules, job description and career planning;
- Promote and maintain high standards in health workforce performance through practicing performance management system and monitoring;
- Use Human Resource Information System (HRIS) to support decision making in improving health outcome;

শৃঙ্খলা অধিশাখা :

কর্মপরিধি :

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, নিমিউ, টেমো, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর-এ কর্মরত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত এবং ক্যাডার বহির্ভুত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম ;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যাবলী ;
- মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ কর্মকর্তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, সিলেকশনগ্রেড প্রদান এবং পেনশন মঞ্জুরীর নিমিত্ত শৃংখলামূলক মামলার ছাড়পত্র প্রদান ;
- বিবিধ তদন্ত অনুষ্ঠান ;

কর্ম প্রক্রিয়া :

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ একটি সময়বদ্ধ কার্যক্রম। বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা বা অধিশাখা হতে অভিযোগ পাওয়ার পর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, অভিযুক্ত কর্তৃক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান, সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত গ্রহণ, সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আদেশ জারীর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার কাজ আপাততঃ শেষ হয়। পরবর্তীতে আপীল বা রিভিউ করা হলে বিধিমতে তা নিষ্পন্ন করা হয়।

যে সকল বিধি, অধ্যাদেশ ও আইনের আওতায় সরকারী কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

- সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
- সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯
- সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশনস্, ১৯৭৯
- গণকর্মচারী শৃংখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০

- দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস্ (ডিসমিসাল অন কনভিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫
- বি এস আর পার্ট-১ এর ৩৪ ও ৭৩ বিধি নোট-২
- সংবিধান এর ১৩৫ অনুচ্ছেদ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২২৩	১০	১৪	৪	২৮	১৯৫

শৃঙ্খলা অধিশাখার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর হতে নতুন কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করা;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরগুলোতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা টেলিফোনিক যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান;
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী এবং দ্রুত বিভাগীয় মামলার ছাড়পত্র প্রদান;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ

৩.২ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যতম অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। এ অনুবিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য অধিশাখা, জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা ও জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা, বিশ্বস্বাস্থ্য অধিশাখা, বিশ্বস্বাস্থ্য-১ ও বিশ্বস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা রয়েছে।

কার্যপরিধি :

- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলি এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয়-সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ব্রেস্টফিডিং কর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ- ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
- মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ :

  ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য খ) ম্যালেরিয়া গ) এনথ্রাক্স ঘ) ডেঙ্গু ঙ) সার্স চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আর্সেনিক জ) টিবি ঝ) ফাইলেরিয়াসিস ঞ) কৃমি নিধন ট) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবং ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;

জনস্বাস্থ্য অধিশাখা :

জনস্বাস্থ্য অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। এ অধিশাখার অধীনে রয়েছে জনস্বাস্থ্য-১ ও জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ❖ "সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮" খসড়া আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভেটিং প্রদান করে এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। খসড়াটি চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ "আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন, ২০১৭" এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে পুনরায় ভেটিংয়ের জন্য ১৭ মে ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ মাতৃদুগ্ধের বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাতৃদুগ্ধের বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১৫ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- ❖ দেশের ইবোলা ভাইরাস এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :-
  - সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা;
  - কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ২০ বেডের একটি আলাদা ওয়ার্ড সংরক্ষণ করা;
  - আক্রান্ত দেশ হতে আগত যাত্রীদের বিমান-বন্দরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সিভিল অ্যাভিয়েশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
  - বিমান-বন্দরে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এবং
  - সকল স্থল-বন্দর, সমুদ্র-বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদাভাবে মেডিকেল টিম গঠন করা ইত্যাদি।
- ❖ দেশে মার্স ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন-মার্স-করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা, এ সংক্রান্ত একটি লিফলেট তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পরিচালক, আইইডিসিআরকে অনুরোধ করা, বিভিন্ন বন্দর দিয়ে উট প্রবেশ মুখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা, সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত যাত্রীদের বিমানের মধ্যে মার্স-করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য কার্ড বিলি করা ইত্যাদি।
- ❖ প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮ সনেও দেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসাবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম অফিসের সাথে এ অধিশাখা কাজ করে।

জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

পুষ্টির ক্ষেত্রে :

- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ অনুমোদন;
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনাসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কার্যকর সংলাপ অব্যাহত;
- SAM ও CMAM গাইড-লাইন চূড়ান্ত অনুমোদন;
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়সহ ২৪টি জেলায় ডিসেমিনেশন;
- পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৫টি ওয়ার্কিং লেভেল প্লাটফর্ম গঠন এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন;
- জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন;
- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ শক্তিশালী করার জন্য ধারনাপত্র অনুমোদন;

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে :

- জরায়ু মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল (২০১৭-২০২২) অনুমোদন;
- ম্যাটারনাল হেলথ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর Vol-1 ও Vol-2 অনুমোদন;
- প্রসবজনিত ফিস্টুলা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র (২০১৭-২০২২) অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন;

- জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল (২০১৫-২০৩০)অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন;
- Vaccination Act হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান;

জীব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে :

- জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) অনুমোদন
- জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ
- জীব প্রযুক্তি বিষয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষকদের ২টি কনসালটেটিভ কর্মশালা অনুষ্ঠান এবং চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে হ্যান্ডস-অন-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান;
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল বায়োটেকনোলজি স্থাপনে প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- ৫টি মেডিকেল কলেজে জীব-প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি বিতরণ;
- বিএসএমএমইউ'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর যাতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা Centre for Medical Biotechnology-তে গবেষণা করতে পারে;

এসবিসিসি'র ক্ষেত্রে :

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধির নিমিত্ত Comprehensive SBCC Strategy 2016 - বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে SBCC কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটিসহ জেলা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন;

এনসিডি'র ক্ষেত্রে :

- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন (২০১৮-২০২৫);
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি (NMNCC) গঠন;
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশলের খসড়া চূড়ান্তকরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ;

বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখা :

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম এ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে এই অধিশাখা।

২০১৭-২০১৮ : অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বিগত অর্থ-বছরে (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮) বিশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন সভায় যোগদানের নিমিত্ত সর্বমোট ৮২০ (আটশত বিশ)জন কর্মকর্তার অনুকূলে সরকারি আদেশ জারি করেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামীতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে;
- এইচপিএনএসপি'র আওতাধীন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহে বিদেশ প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। উক্ত বিদেশ প্রশিক্ষণসমূহ যাতে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা যায় এবং প্রশিক্ষণের গুণগত মান সমুন্নত রাখা যায় এবং যথাযথ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা যায় সে লক্ষ্যে প্রতি অর্থ-বছরে একটি বিদেশ প্রশিক্ষণ পঞ্জী বা ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে;
- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে স্বাস্থ্য সেক্টরে একটি প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরি করা হবে;

বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ শাখা :

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বিবার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কার্যক্রম সমন্বয়-সাধন এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে দেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার-সভা-কর্মশালা আয়োজন, দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ, Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং Health Matrics Network (HMN) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- গত ২১-২৬ মে ২০১৮ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৭১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের যাবতীয় কার্যক্রম এ শাখা হতে সম্পাদন করা হয়;

- WHO এর সাহায্যপুষ্ট Biennium Programme পরিচালনা করা হচ্ছে। এ Biennium Programme এর আওতায় ৪৫ টি স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে। বাইনিয়্যাম প্রোগ্রামের অন্যতম কাজগুলো হলো- Continuum of Care Throughout the Life Course, Surveillance, Prevention and Control of Communicable Disease, Prevention and Control of Major Non Communicable Disease, Sustainable Development and Healthy Environment, Emergency Preparedness, Response and Recovery, Strengthened Health System Partnership for Health Development ;
- ০৭ ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখ **বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস** অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ;
- ২৮ মে ২০১৮ তারিখ **নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস** যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ;
- ৩১ মে ২০১৮ তারিখ **বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস** যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ;
- বাংলাদেশে TB, AIDS & Malaria প্রতিরোধে গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রমে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে ;
- বিগত বছর বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন SEARO সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন যথা :-
  - বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় (SEARO) বিভিন্ন অধিবেশন ;
  - বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কমিটির বিভিন্ন সভা এবং
  - SEARO স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের/ ভিআইপিদের বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় ;
- এ বছর GWCC (Government of Bangladesh and WHO Coordination Committee) – র তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয় (GWCC এর সভাপতি হলেন সচিব, স্বাপকম);
- গ্লোবাল ফান্ড হতে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ছাড় করা হয় এবং এ বিষয়ে মনিটরিং করা হয়েছে ;
- WHO এর সহায়তায় ইমারজেন্সি হেলথ্ সিকিউরিটি প্ল্যান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়ন ও অনুদানে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর উপযোগী ও আধুনিক দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ন করা হবে;
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইনের অধীনে বিধি প্রণয়ন করা হবে ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ

৩.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন-১, প্রকল্প বাস্তবায়ন-২, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব।

কর্মপরিধি :

- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলি;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;
- প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-বিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যাস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলি এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তী পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;

বাস্তবায়ন অধিশাখা :

বাস্তবায়ন অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন যুগ্মসচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা ও বাস্তবায়ন-২ শাখা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -১ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর,পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে ০৮টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	১৬৫৩০.০০	৭২.৮৫% ৭৫.৮১%
২	এইচআইএস এন্ড ই-হেল্‌থ	৮২৫০.০০	৯৯.৫৮% ৯৯.৫৮%
৩	মেটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলসেন্ট হেলথ	৭০২৮৬.০০	৯৩.৬৪% ৯৭.২৬%
৪	ন্যাশনাল আইকেয়ার	১৪০০.০০	৯৩.৫৭% ৯৩.৫৭%
৫	প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড রিচার্স	১৯৩০.০০	৬২.৪১% ৬৯.৬৫%
৬	অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার	৫০০২.০০	৯৭.৮৯% ৯৭.৮৯%
৭	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট-হেলথ সার্ভিসেস	১৭১৫৭.০০	৯০.৬৯% ৯১.৩৬%
৮	ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস	১২০০০.০০	৮৩.৫৫% ৮৩.৯৯%

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম :

২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে ০৯টি বিনিয়োগ ও ০১টি টিএ প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	২৮.০০	৬৬.১৪% ৯৪.৯৭%
২	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (১ম পর্যায়ে ১৫০ শয্যায়)	১০১.০০	৬৮.২৭% ৯৭.৬৭%

৩	স্টাবলিস্টমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ	২৫০০.০০	২১.১৩% ৪২.২৫%
৪	Safe Mother promotion : Operation Reasearch on Safe Motherhood and New born Survival	৮৫০.০০	৬৪.৭১% ৯৫.৬৫%
৫	জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জামালপুর নার্সিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প, জামালপুর	৫৫০০.০০	৬৭.৫৪% ৯৯.০৬%
৬	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, পটুয়াখালী।	১০০০০.০০	৬৩.৯৮% ৯৩.৪৯%
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড **হাসপাতাল স্থাপন, ঢাকা**	১২৯৩০.০০	৭৭.৫৩% ৭৭.৫৩%
৮	"স্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার (২য় সংশোধিত)"শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	৫৪৩৭.০০	২৭.৪৮% ৩০.৯০%
৯	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা	৭৫০০.০০	৮৮.০৮% ৮৮.০৮%
১০	এক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা	৭০০.০০	৭৪.৭৪% ৯৯.৭৯%

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :

প্রবা-১ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে "নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ১৮ জন ১ম ও ২য় শ্রেণির (নন-ক্যাডার) এর পদ নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং "ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ইউনিট স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচির" রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণির ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তার চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন;

প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

- HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ীকরণের কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরুপঃ

২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে ১১টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে

নং		এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (লক্ষ টাকায়)
১.	Physical Facilities Development (PFD)	১৩৫৯৬৫.০০	১৩৪৮৫৬.০৬ ৯৯.১৮%
২.	Health Economics and Financing (HEF)	১৩২১.০০	৫৯৭.২৫ ৫৮.৫৮%
৩.	Improved Financial Management (IMF)	৩০০.০০	১৯২.৩১ ৮২.৭১%
৪.	Human Resource Development (HRD)	৪৫০.০০	১৫৯.১২ ৩৫.৩৬%
৫.	Sector-wide Program Management and Monitoring (SWPMM)	৪৪০.০০	৩৩০.৬১ ৭৫.১৪%
৬.	Strengthening of Drug Administration and Management (SDM)	৫২৭.০০	৪৭৫.০১ ৯০.১৩%
৭.	Community Based Health Care (CBHC)	৭৬৮৭১.০০	৭৩৭৯২.০০ ৯৫.৯৯%
৮.	Lifestyle, Health Education and Promotion (LHEP)	৩০০০.০০	২৮১৫.৮৫ ৯৩.৮৬%
৯.	Tuberculosis-Leprosy and AIDS STD Programme (TB-L & ASP)	২১৪৯০.০০	১৪৮৪৬.০০ ৮৯.৯৫%
১০.	হসপিটাল সার্ভিভেস ম্যানেজমেন্ট	৯১৩০০.০০	৮৭৩৩২.৮৫ ৯৬.৩১%
১১.	কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)	১৯৯২১.০০	২১২১৩.৯৩ ৯৩.৭০%

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম :

২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	**প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট** অপারেশনাল প্ল্যানের **নাম**	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১.	এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন শীর্ষক প্রকল্প (জেডিসিএফ)	২০০.০০	
২.	গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড এর তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	২৮৫৬৯.০০	২৫৩৮১.০০ ৮৮.৮৪%
৩.	শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প	৬১৮৫.০০	৫৮৪১.১৫ ৯৮.৩৬%
৪.	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	১৮০০.০০	১৮০০.০০ ১০০%
৫.	স্টাবলিশমেন্ট অফ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, কিশোরগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প	৯০০০.০০	৭৫৫৮.৩৮ ৮৩.৯৮%
৬.	স্টাবলিশম্যান্ট অব ট্রমা সেন্টার এট গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প	৪৪৫.০০	৩৬৬.৬৭ ৮২.৬২%
৭.	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	১৪৫৭২.০০	১৩৭৪৫.৮১ ৯৫.৩০%
৮.	স্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড	৫৬০৬.০০	২৬৩৮.০৪

	প্রাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প		৮২.০৯%
৯.	শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৩৪৯৬৫.০০	৩৪৩১৫.৫২ ৯৮.১৪%
১০.	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল	১৯৯১৪.০০	১৪০২২.০৯ ৭০.৪১%
১১.	"শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন" (কম্পোনেন্ট ২: দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ) শীর্ষক প্রকল্প	৬০০.০০ (জিওবি-৪০)	১৮.৫১ ৬১.৭০%
১২.	কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	১৮১০৪.০০	১৭৪০৯.৪২ ৯৬.২১%
১৩.	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ স্থাপন	১৮৯৫৮.০০	১২৩৩৯.০৩ ৬৫.০৯%
১৪.	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, কুষ্টিয়া		প্রকল্পের আরডিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৭)
১৫.	Establishment of Nursing Institute at Pabna শীর্ষক প্রকল্প		প্রকল্পের আরডিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৭)
১৬.	Establishment of Universal Nursing Institute" শীর্ষক প্রকল্প		২০১৭-১৮ এডিপি বরাদ্দ পাওয়া গেছে; কার্যক্রম শুরু হয়নি।

চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের পদসংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

- ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের ১৫টি পদ সংরক্ষণ।
- হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, (এইচআরএম) অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।
- হেলথ ইকনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিং অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সম্পাদিত কার্যক্রম :

প্রবা-২ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিগত অর্থ-বছরগুলিতে ৭টি প্রকল্পের পদ অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে "মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ০৬ জন ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার (নন-ক্যাডার) এর পদ নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;

প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

- HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ীকরণের কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রজেক্ট ফাইন্যান্স সেল (পিএফসি) সৃষ্টি করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একই ধারাবাহিকতায় প্রজেক্ট ফাইনান্স সেলকে ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং ইউনিট (এমএইউ) এ রূপান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে এমএইউকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট (এফএমএইউ) হিসাবে সৃজন করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে HPNSP কর্মসূচিভুক্ত জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত "Improved Financial Management (IFM)" অপারেশনাল প্ল্যান হতে উন্নয়ন খাতে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন ও সমন্বয় এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা অধিদপ্তরের আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কমকর্তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ভিশন ও মিশন :

- ভিশন: স্বাস্থ্য সেক্টরে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- মিশন: স্বাস্থ্য সেক্টরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্রমিক নং	পদনাম	পদসংখ্যা
১.	পরিচালক	০১
২.	উপ-পরিচালক	০২
৩.	সহকারী পরিচালক	০৩
৪.	অডিট সুপার	০৪
৫.	অডিটর	০৮
৬.	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪
৮.	অফিস সহায়ক	০৬
	মোট	**২৯**

বিদ্যমান জনবল:

মন্ত্রণালয়	বিভাগ/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শূন্য পদ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ক) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট(এফএমএইউ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৯	১৩	১৬

নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

- ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশন প্ল্যানের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরির ৭ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (আইএফএম) এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত ঋণ চুক্তিসমুহের বিপরীতে প্রতিশ্রুত অর্থ যথাসময়ে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে আহরণের কার্যাদি সম্পাদন যেমন: Withdrawan application দাখিল, অর্থ উত্তোলন ও বিশেষ হিসাবে জমাকরণ ইত্যাদি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়করণ;

- বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদির বিশ্লেষণ এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন কর্মসূচিসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যোগাযোগ সমন্বয় এবং কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতাকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক বিধিবিধান সম্পর্কে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ হিসাব হতে প্রদানকৃত অর্থের খরচের বিবরণী/IUFRs সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি/ অফিস কর্তৃপক্ষের নিকট হতে যথাসময়ে সংগ্রহপূর্বক দ্রুত অগ্রিম সমন্বয় ও সার্বিকভাবে হিসাবের সঙ্গতি সাধন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন এবং পূনর্ভরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ (SWAp) এর আওতায় বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ/ রিভিউ টিম ও চাহিদা অনুযায়ী হিসাবের সার্বিক তথ্যাদি নিরূপন ও বিশ্লেষণ;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং মিশন চলাকালীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাদল কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অফিসের বিভিন্ন অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠা সংস্থার সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি এবং এ বিষয়ে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ ও নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন।

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৭- ২০১৮ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত উন্নয়ন খাতের ১৬২ টি এবং রাজস্ব খাতের ১৩০টি সর্বমোট ২৯২টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের ১৪২টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অডিট আপত্তি প্রাপ্তি ৪০৯টি সর্বমোট ৫৫১টি। সে হিসাবে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার ৫৩% ।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
৩০০.০০	২৩২.৫০	১৯২.৩২	৬৪.১১	৮২.৭২

প্রশিক্ষণ :

২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত ২০০ জনবলের প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রা ছিল। যার মধ্যে ১০৩ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ৭২% অর্জন হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য লক্ষমাত্রা ছিল ৪ জনবল। যার মধ্যে ৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০০% অর্জন হয়েছে।

গাড়ী ক্রয় :

অডিট অধিদপ্তরসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় এবং আর্থিক সুশাসন উন্নতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে একটি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্পের তালিকা : ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (আইএফএম) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

আগামী দিনের পরিকল্পনা :

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট পুনর্গঠনের পর সৃষ্টপদ ও শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা হবে;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী আর্থিক সুশাসন অধিকতর উন্নয়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) তৈরি করা হবে;

- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা অধিদপ্তর/পরিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রমে সমন্বয় জোরদার এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা আপত্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোর অডিট টিম কর্তৃক প্রতিকারমূলক নিরীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- Health Sector Support Project (HSSP) ঋণ চুক্তি নং- আইডিএ ৬১২৭ বিডি'র Schedule 2, Section III B1(b) অনুসারে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে Disbursement Link Results (DLRS) ২.১, ৫.১ এবং ১৫.১ অর্জিত হওয়ায় XDR ২৪,৬২৯,৭৭৫.০০ (এক্সডিআর চব্বিশ মিলিয়ন ছয়শত ঊনত্রিশ হাজার সাতশত পচাঁত্তর) এবং DLRS ৩.১, ৯.১, ১১.১, ১২.১, ১২.২, ১৩.১ এবং ১৪.১ অর্জিত হওয়ায় XDR ২০,৬০০,২৬৫.০০ (এক্সডিআর বিশ মিলিয়ন ছয়শত হাজার দুইশত পয়ষট্টি) সর্বমোট XDR ৪৫,২৩০,০৪০.০০ (এক্সডিআর পয়ঁতাল্লিশ মিলিয়ন দুইশত ত্রিশ হাজার চল্লিশ) বিশ্বব্যাংকের নিকট হতে পুনর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

- JICA এর সাথে সম্পাদিত, Neonatal and Child Health Improvement Project (Phase-1), HPNSDP, Loan Agreement No. BD P68 এর আওতায় JPY ৫,০৪০.০০ (পাঁচ হাজার চল্লিশ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন) এবং Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) and Health Sector Improvement Project, Loan Agreement No. BD P83 এর আওতায় JPY ২,৭৩৪.৪৭ (দুই হাজার সাতশত চৌত্রিশ পয়েন্ট ৪৭ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন) সর্বমোট JPY ৭,৭৭৪.৪৭ (সাত হাজার সাতশত চুয়াত্তর পয়েন্ট ৪৭ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন) JICA এর নিকট হতে পুনর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগ

৩.৪ ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগ :

এ অনুবিভাগটি ঔষধ প্রশাসন-১, ২, নীতি শাখা ও আইন অধিশাখার (শাখা-১ ও ২) সমন্বয়ে গঠিত। একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।

ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগের কার্যাবলি :

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- মেডিকেল যন্ত্রপাতি রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন বাংলাদেশ-২০১৫;
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা সহ প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- শাখা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বিভাগ/ অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম / জারীকৃত নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম / জারীকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট (উভয় বিভাগ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসহ সকল সকল আদালতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পক্ষে বিপক্ষে দায়েরকৃত সর্বপ্রকার মামলায় এ বিভাগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন অধিশাখা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে;
- আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের তালিকা প্রণয়ন, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ এতদসম্পর্কিত যাবতীয় ও কার্যাবলি;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিও সহ ঔষধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলি;

ঔষধ প্রশাসন ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ০৫ (পাঁচ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চতর পদে পদোন্নতি/চাকুরি স্থায়ী/ছুটি/পেনশন প্রদান করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভুটানে প্রায় ২০ কোটি টাকার ঔষধ অনুদান হিসেবে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পূর্বতন ঔষধ আইন, ১৯৪০ ও ড্রাগ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "ঔষধ আইন, ২০১৮" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ইপিআই কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মেডিকেল ডিভাইস ক্রয়ের নিমিত্ত JMI এর AD সিরিঞ্জ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে MOU চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে SMC এর মাধ্যমে মায়েদের জন্য প্রয়োজনীয় (০৭টি) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- সৌদি আরব, ইরান, ইরাক ও শ্রীলংকায় নতুন ঔষধ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বায়োসিমিলার গাইডলাইন ও মেডিকেল ডিভাইস গাইডলাইন প্রণয়নের ফলে WHO স্পেসিফিকেশন প্রাপ্তি সহ বিদেশে ঔষধ রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- ঔষধ প্রশাসন সংক্রান্ত সকল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- ঔষধ সংক্রান্ত দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেলা/সভা/সেমিনার করার জন্য উদ্যোক্তাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে WHO স্পেসিফিকেশন প্রাপ্তিসহ বিদেশে ঔষধ রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ।
- বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- মানব দেহে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এর ভয়াবহতা প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- রোহিংগাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়া এবং রেডক্রিসেন্ট কর্তৃক অনুদান প্রদত্ত ঔষধ রোহিংগাদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোন মেডিকেল ডিভাইস বা ঔষধ দেশে আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠনে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সিলডেনাফিল সাইট্রেট জাতীয় ঔষধ উৎপাদন, বাজারজাত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আইন ও নীতি অধিশাখার কার্যাবলি :

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ও আপীলেট ট্রাইব্যুনাল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত সকল মামলা সংক্রান্ত বিষয় আইন অধিশাখা সম্পাদন করে। সরকারের পক্ষে মামলা/আপিল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং শাখা থেকে জবাব সংগ্রহ করে আদালতে উপস্থাপনার নিমিত্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক সকল আইনি প্রক্রিয়া নিস্পন্ন করে থাকে এই অধিশাখা।

আইন অধিশাখার ২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
	রিট - ৭৫(পঁচাত্তর)টি		(রিট, এটি,এ.এটি, দেওয়ানী প্রভৃতি) ৯৫(পঁচানব্বই)টি	০৩(তিন)টি

আইন অধিশাখার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- বিভিন্ন আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলাসমূহের বিধি মোতাবেক জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- আইন সেল গঠনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে মামলাসমূহ নিস্পন্ন করা হবে;
- অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগপূর্বক মামলাসমূহের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক সকল মামলাসমূহের ডাটাবেজ তৈরি করা হবে;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে মামলাসমূহের তথ্যাবলি সংরক্ষণ করা হবে;

বাজেট অনুবিভাগ

৩.৫ বাজেট অনুবিভাগ :

এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। বাজেট অধিশাখা ১, ২, ৩ নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

কর্মপরিধি :

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত
  প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অংশ প্রস্তুতকরণ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্যউপাত্ত প্রস্তুতকরণ;
- বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাপ্তির আইটেমসমূহের বিদ্যমান রেইট সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণ;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী যন্ত্রপাতি ও এমএসআর ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন/ আনুতোষিকের আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের গৃহনির্মাণ, গৃহ মেরামত, মটরসাইকেল, মটরগাড়ী ও কম্পিউটার ক্রয়ের ঋণ মঞ্জুরী এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জিপিএফ এর অগ্রিম উত্তোলন ও মৃত কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম সম্পাদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা(ডিডিও) নিয়োগ;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, পুনঃউপযোজন এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অর্থ ছাড়করণ;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বরাদ্দের কার্যক্রম;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত খরচের ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ;

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

- ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৯,১২৬.০০ কোটি টাকা সচিবালয়সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্নাতকোত্তর ও বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে;
- ০১-০৭-২০১৭ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৫২৪টি পেনশন নিবন্ধন করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- (২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ১৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ ও মেরামত বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা, ২৪ জনকে কম্পিউটার ঋণ বাবদ ৪০,০০ লক্ষ টাকা এবং ১৩৬ জনকে মটরগাড়ী ঋণ বাবদ ১.৮০ কোটি টাকা অগ্রিম ঋণ প্রদান করা হয়েছে;

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক ব্যয়সীমার আলোকে যুক্তিসংগতভাবে বাজেট প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ।

হাসপাতাল অনুবিভাগ

৩.৬ হাসপাতাল অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের হাসপাতাল অণুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-১, সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-২, বেসরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা, বেসরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা ও মনিটরিং সেল অধিশাখা রয়েছে।

কর্মপরিধি :

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তি ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশি এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে (বিদেশি বিনিয়োগে) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাদকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে নীতি নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়সাধন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচির আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ কোন জনগোষ্ঠির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়;

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল-১ অধিশাখা হতে ঔষধ সামগ্রী ও মেডিকেল টিম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে ভবন ধ্বসসহ, ডায়রিয়া, ডেংগু, এজমাসহ অন্যান্য বিষয়ে জনগণকে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । এছাড়া এই অধিশাখায় বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

❖ **আইন/নীতিমালা/বিধিমালা সংক্রান্ত :**

- "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮" ও এতদসংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন : মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখের অধিবেশনে ''মানবদেহে অঙ্গ প্রতঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) বিল, ২০১৮ পাশ করা হয়েছে। উক্ত আইন সংশ্লিষ্ট বিধিমালার উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে।
- 'The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)' রহিতক্রমে মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণয়ন: ''The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)' রহিতক্রমে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮' গত ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে ।
- ''দি মেডিকেল প্রাকটিস এন্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস এন্ড ল্যাবরেটরীজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ বাতিল করে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০০৪ প্রণয়ন: The Medical Practice Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (১৯৮৪ সালের সংশোধিত) রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় একটি হালনাগাদ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন' এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

❖ **রাজস্ব খাতে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি :**

- ১০টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা হতে ২০০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩৫০ শয্যাবিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ শয্যা হতে ৪৫০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় নাক, কান, গলা ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ২০ শয্যা হতে ১২০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

❖ **অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ:** রাজস্ব খাতের অর্থ দ্বারা সংগৃহীত ৯৮টি অ্যাম্বুলেন্স দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে।

❖ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও মেরামত:** ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত ২৬০ কোটি টাকা দ্বারা মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে সিএমএসডির অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল যন্ত্রপতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ খাতে ৩০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

❖ **এমএসআর সামগ্রী সংগ্রহের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান:** দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহে ঔষধ ও অন্যান্য এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতালের বেড অকুপেন্সীর ভিত্তিতে সর্বমোট ২২২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- ভবিষ্যতে ব্যয় মঞ্জুরিসহ অন্যান্য সরকারি আদেশ অনলাইনে প্রদান করা হবে।
- দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তি জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও মেডিকেল টিম প্রেরণ অব্যাহত রাখা হবে।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ :

হাসপাতাল-২ শাখা থেকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের স্বায়ত্বশাসন, হাপাতালের অন্ত:বিভাগ, বহির্বিভাগ চালুর অনুমতিদান, ইউজার ফি নির্ধারণ, এমএসআর ক্রয় সংক্রান্ত বাজেট বিভাজনসহ বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মনিটরিং এবং হাসপাতাল উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনরুপ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার কার্যক্রমভুক্ত বিষয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে হাসপাতাল-২ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

আইন, বিধি ও নীতি সম্পর্কিত কার্যাবলির অগ্রগতি :

ক্রঃনং	বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	"সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮"	মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক মহাসড়ক নির্মানে কারিগরি ত্রুটি, যানবাহন চলাচলে অনিয়ম, চালকের অদক্ষতা, সড়ক মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত হাটবাজার ও স্থাপনা, অবৈধ ও অযান্ত্রিক যানবাহনের উপস্থিতি, জনসচেতনতার অভাব ও সড়ক-মহাসড়কে চলাচল উপযোগী নিরাপদ যানবাহনের অভাবে নাগরিকগণ প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সকল দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তি যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, বিকলাঙ্গ বা পঙ্গুত্ব বরণ করেন এমনকি তাদের মৃত্যুর আশংকাও থাকে। এ প্রেক্ষিতে "জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮" সংশোধন করা হয়েছে।
২	হজযাত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন	হজ ইসলামের অন্যতম মূল স্তম্ভ। প্রতিবছর অসংখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমণ করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'হজ ও ওমরা নীতি' অনুযায়ী হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। হজযাত্রীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা দল গঠন ও সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হজযাত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, ঢাকার নাম পরিবর্তন করা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর ১.০ শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, ঢাকার নাম পরিবর্তন করে "রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল ঢাকা" নামকরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত ও জারি করা হবে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ ও ২ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা- ১ ও ২ অধিশাখার সম্পাদিত কার্যাবলি :

- দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন.জি.ও)-দের মধ্যে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭৭৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫,০২,৫০,০০০/-(পাঁচ কোটি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩৯টি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান হিসেবে ১৬৬,৪০,০০,০০০/- (একশত ছেষট্টি কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন অনুবিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস টিকে 'গ' শ্রেণি হতে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীতকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন-২০১৮ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ

৩.৭ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগ থেকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়। এ অনুবিভাগ নার্সিং সেবা-১, নার্সিং সেবা-২ অধিশাখা নিয়ে গঠিত। এ অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব।

কর্মপরিধি :

- নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রেষণ, বদলিসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- নিয়োগ বিধিমালাসহ নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন আইন/বিধি প্রণয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং/মিডওয়াইফারি কর্মকর্তাদের বিপিএসসির সুপারিশের আলোকে নব-নিয়োগ/পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির পদে নিয়োগ/পদায়ন/বদলি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক নিয়োগ/পদায়ন/বদলি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং সেবার মানোন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণসহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের সাথে সমন্বয়সাধন;
- দেশে/বিদেশে শিক্ষাসফর, সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি/নার্সিং কর্মকর্তা প্রেরণ বিষয়ক কার্যক্রম;
- হজ্জ প্রশাসনিক টিমে নার্সদের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং প্রেরণ;
- নার্সিং কলেজের পদ সৃজন, পদ পূরণ, সংরক্ষণ ও স্থানান্তর বিষয়ক সাংগঠনিক কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (Development Partner) এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- নার্সিং সার্ভিসের সকল ধরনের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ;
- নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউটের নার্সিং কোর্সসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

নার্সিং সেবা-১ ও নার্সিং সেবা-২ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- দেশের ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ১৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছর থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছর পর্যন্ত সৃজনযোগ্য ২,৯৯৬টি মিডওয়াইফ পদের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য ৬০০টি মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজিত পদের বিপরীতে ৫৯৩ জন মিডওয়াইফ পদায়ন করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শুন্য এবং নবসৃজনকৃত পদের মধ্যে ৫১২৮টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য চাহিদাসহ প্রস্তাব বিপিএসসি'তে প্রেরণ করা হয়েছে (নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান)।
- নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিজ বেতনে (ভারপ্রাপ্ত) পদোন্নতি, প্রেষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নার্সিং কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণির পদে পদোন্নতির জন্য জেষ্ঠ্যতা তালিকার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/নার্সিং কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা হচ্ছে;
- নার্সিং সার্ভিসের সকল ধরণের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ করা হচ্ছে;

উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.৮ উন্নয়ন অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে ০২ টি অধিশাখা এবং ০৫ টি শাখা। এ অনুবিভাগের ০২টি অধিশাখা যথাক্রমে- ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা এবং উন্নয়ন অধিশাখা; ০৫টি শাখা যথাক্রমে নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ ও ২ এবং সিবিএমই শাখা রয়েছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত উত্থাপিত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- **PPA-2006** ও **PPR-2008** এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- **PPA-2006** ও **PPR-2008** এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য স্থাপনার সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;
- সারাদেশে স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- **Capacity Building Monitoring and Evaluation** সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;
- **PLMC** - এর কার্যক্রম সম্পাদনে দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম সমন্বয়;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়।

উন্নয়ন অধিশাখা :

উন্নয়ন অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। এ অধিশাখা নির্মাণ শাখা ও মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ শাখা নিয়ে গঠিত।

নির্মাণ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলি :

- Conversion of BSMMU in to Center of Excellence (2nd Phase) (January'10-December'16);
- Establishment of Faridpur Medical College and Hospital (January'13- december'18);
- Establishment of Shaheed Sayed Nazrul Islam Medical College and Hospital, Kishorganj (July'12-Dec'17);
- Establishment of National centre for cervical & breast cancer screening & training at BSMMU;
- Establishment of Institute for Paediatric Neuro disorder & autism in BSMMU;
- Upgradation of District Hospital from 50/100/200 bed to 250 bed:
    - Sunamgonj (50 to 250), Hobigonj (100 to 250), Munshigonj (50 to 250), Magura (100 to 250);
- Vertical Extension of 4th and 5th floor of Center For Medical Education Building at Mohakhali and renovation of CME existing building (Ground, 1st & 2nd floor) including main road and main gate;

- Construction of Male and Female student hostel at Nine Medical Colleges;
- শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের একাডেমিক ভবন, হোস্টেল ভবন (মহিলা, পুরুষ), সিঙ্গেল ডক্টরস্ একোমোডেশন ভবন (মহিলা ও পুরুষ), স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি ভবন, জরুরি স্টাফ ডরমিটরি, ইন্টার্নি ডক্টরস্ ডরমিটরি (মহিলা ও পুরুষ) ভবন, আবাসিক ভবন (পরিচালক, উপপরিচালক, চিফ মেট্রন, শিক্ষক), আবাসিক ভবন (অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক) নির্মাণ;
- সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ কাজের (৩টি প্যাকেজ) কোয়ার্টার-৬টি, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল ভবন নির্মাণ;
- স্বাস্থ্য ভবন, মহাখালী, ঢাকা (২য় পর্যায়) নির্মাণ;
- ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- ৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণ;
- ৪টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ;
- ২টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ;
- ৪টি জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ;
- ২টি নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ;
- ২টি মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাট্স) নির্মাণ;
- ১১টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
- ১৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নীতকরণ ও নবরূপায়ন;
- ১০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ;
- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (পঃ পঃ) অফিস স্টোর বর্ধিতকরণ;
- ৯৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার এবং ৯৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ;

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা :

- ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং---)
- ❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং----)

চলমান প্রকল্পের তালিকা :

- ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং---)
- ❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং---)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে স্বাস্থ্য খাতে গত ৯ বছরে প্রভূত উন্নয়নসাধন করেছে। স্বাস্থ্য খাতকে আরও এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রাম এর (৪র্থ এইচপিএনএসপি) ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মানউন্নীতকরণ, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১১৬৭৬২৬.০১ লক্ষ (১১৬৭৬ কোটি ২৬.০১ লক্ষ) টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি'২০১৭ হতে জুন'২০২২ পর্যন্ত। উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

- ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ-১০টি
- ৩১ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ-০২টি
- ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ-০৫টি
- ১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ-৫৯টি
- ২০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ-০১টি
- ১০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল নির্মাণ-০২টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ ২০০টি
- ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ-১০টি
- মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল(ম্যাটস) নির্মাণ-০৮টি
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই)-০৫টি
- নার্সিং কলেজ নির্মাণ-০৪টি
- নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ-০২টি
- নিপোর্ট ভবন নির্মাণ - ০১ টি

- আইপিএইচএন ভবন নির্মাণ - ০১টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ভবন নির্মাণ - ০১টি
- জেনারেল হাসপাতাল এবং ট্রমা সেন্টার নির্মাণ - ০২টি
- কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ - ১০২৯ টি
- বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য অফিস নির্মাণ - ০২ টি
- বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ-০১টি
- উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ-৩০টি
- উপজেলা স্টোরসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস নির্মাণ-১০০টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিস নির্মাণ-০১টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিস সম্প্রসারণ -০২টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর বিভাগীয় অফিস নির্মাণ-০৩টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সহকারী প্রকৌশলীর অফিস নির্মাণ-০২টি
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৪৯৫টি
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ডরমেটরি নির্মাণ- ০১টি
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ-০১টি
- রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ-০১টি
- সিভিল সার্জনের অফিস নির্মাণ-০৯টি
- শিশু হাসপাতাল নির্মাণ-০৫টি
- জাতীয় রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র নির্মাণ-০১টি
- কুড়িগ্রাম জেলায় বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ-০১টি
- ঢাকা ফিজিওথেরাপি কলেজ নির্মাণ-১টি
- পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আঞ্চলিক পণ্যাগার -০১টি এবং কেন্দ্রীয় পণ্যাগার-০১টি
- কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণ -২০০০টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ -১০০টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ-২০টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রিমডেলিং এবং সংস্কার কাজ-৩৪টি
- বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও নবরূপায়নের কাজ ১৩৬টি
- বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোর মেরামত কাজ ৮০০০টি
- আঞ্চলিক পন্যাগারের রিমডেলিং কাজ-২১টি
- মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ-০১টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ-৫০টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০/৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-৪৫টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-০৫টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ-০৪টি
- এফডব্লিউভিটিআই উন্নীতকরণ-০৭টি
- জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-৩৫টি
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে উন্নীতকরণ-০৮টি
- মেডিকেল কলেজকে উন্নীতকরণ-০৮টি
- মেডিকেল হাসপাতালের পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ-০৩টি
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাডেমিক ভবন নির্মাণ-০২টি
- বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট/হাসপাতাল-১৩টি
- সাভারস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ ম্যানেজমেন্ট-০১টি
- এইচপিএনএসডিপি এর অবশিষ্ট কাজ-৬১০টি

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৭২৩২.৮২ (বাহাত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১৫৬৯টি মেরামত ও সংস্কার কাজের অনুকূলে ৭২৩২.৮২ (বাহাত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়;

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১৪৪০০.০০ লক্ষ (একশত চুয়াল্লিশ কোটি) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ২২৬৫টি মেরামত ও সংস্কার কাজের অনুকূলে ১৪১৫৯.৭৫ (একশত একচল্লিশ কোটি উনষাট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা :

এ অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন যুগ্মসচিব। ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এবং সিবিএমই শাখা নিয়ে এ অধিশাখা গঠিত।

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের যাবতীয় ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব এই শাখার কাজ। ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচএনএসডিপি এর আওতাধীন ১৯টি Operational Plan এর ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান খাতের সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে ADP বরাদ্দের আওতায় প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯টি ওপির জিওবি (উন্নয়ন) এবং আরপিএ (জিওবি) খাতের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (গুডস/সার্ভিসেস/প্রশিক্ষণ) এর প্রশাসনিক অনুমোদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/ সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- ইডিসিএল গোপালগঞ্জ তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- স্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের ৪৯০২.৫০ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ রিসার্চ এন্ড হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ৭৯২৭.৮৮ লক্ষ (উনআশি কোটি সাতাশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রকল্পের জন্য ৫৬৬৩.২৭ লক্ষ (ছাপ্পান্ন কোটি তেষট্টি লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রকল্পের জন্য ১৫৫২.০০ লক্ষ (পনের কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, মানিকগঞ্জ এর জন্য ৬৬৮৯.৬৫ লক্ষ (ছেষট্টি কোটি উননব্বই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ২৬৬৩.০০ লক্ষ (ছাব্বিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৬০৩ এর মাধ্যমে ২১৯৫.৬৩ লক্ষ (একুশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার) টাকার এমআরআই মেশিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৬০২ এর মাধ্যমে ৩৪৮৬.১২ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ বার হাজার) টাকার সিটি স্ক্যান মেশিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-জি-১৭০২ এর মাধ্যমে ২১৫৮.৯৪ লক্ষ (একুশ কোটি আটান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকার ডেলটামেথরিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৭১৮ এর মাধ্যমে ২১১২.৫২ লক্ষ (একুশ কোটি বার লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকার লেপারস্কোপ মেশিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৭০৬ এর মাধ্যমে ২৬৯৪.১৮ লক্ষ (ছাব্বিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ আঠার হাজার) টাকার এনালাইজার ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-জি-১৭৪২ এর লট-১ এর মাধ্যমে ৩৪৪২.৫৪ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকার অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;

সিবিএমই শাখা (নবসৃষ্ট শাখা)

সিবিএমই শাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- এপিসমূহের বাস্তবসম্মত অ্যাসেসমেন্ট এর লক্ষ্যে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করা ও সমন্বয় করা;
- অনলাইন প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ট্রাকিং সিস্টেম (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল/প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল) পরিবীক্ষণ করা ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নিকট হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ ও সমন্বয় সাধন করা;
- প্রোডাক্ট ক্যাটালগ তৈরি এবং হালনাগাদকরণ;
- বায়োমেডিকেল ইকুইপমেন্টসহ মূল চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্পেসিফিকেশন তৈরি ও হালনাগাদ এর নিমিত্ত নিমিউ এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রতিবেদন পেশ ও মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য একটি মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য একটি কম্প্রিহেনসিভ বায়োমেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা তৈরির কাজ সমন্বয় করা;
- ক্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত টেকনিক্যাল পরামর্শ এবং সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রগুলো সমন্বয় করা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ক্রয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত পরিল্পনার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ও মিটিগেশন পরিমাপকের উপাদানগুলো নিশ্চিত করা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনার (ডিপি) এর নির্দেশনা মোতাবেক সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিবিধ ম্যানুয়াল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- পণ্য, কাজ, সেবা ও ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও কারিকুলাম তৈরি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্টক-আউট এড়ানোর উদ্দেশ্যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পের্টিাল এর লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন এবং ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত সংশোধন কাজ পরিবীক্ষণ করা;
- অধিদপ্তর ও ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী অকেজো ও বাতিল দ্রব্যাদি নিষ্পতির সমন্বয়সাধন করা;
- কনডেমনেশন গাইড লাইন প্রস্তুতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- পিএলএমসি'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

৩.৯ পরিকল্পনা অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ ১ (এক) জন যুগ্ম-প্রধান অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন। তার অধীন ১(এক) জন উপপ্রধান ও ৬(ছয়)টি শাখায় ৬(ছয়)জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।

অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণসহ উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল (PIP) প্রণয়ন, অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বৈদেশিক সহায়তা/প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচিভুক্ত (২০১৭-২০২২) অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ অনুমোদন/সংশোধনের নিমিত্ত স্টিয়ারিং কমিটি সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)-এর কৌশলগত অংশ/এমটিবিএফসহ উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন প্রস্তুতকরণ;
- ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের নিমিত্ত পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
- পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/ প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় ও স্বাক্ষর বিষয়ক কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে এইচপিএন সেক্টরের রিফর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, রোডম্যাপ ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান ও সমন্বয় সাধন;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বিশেষ প্রকল্প/উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের নিমিত্ত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;
- NEC এর ECNEC সভায় গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় (পিইসি/আন্তঃমন্ত্রণালয়, SPEC) যোগদান ও মতামত প্রদান;
- সেক্টরওয়াইড ম্যানেজম্যান্ট (SWPMM) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিএ'র সঙ্গে সম্পাদিত ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট (ডিসিএ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য,জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির Six-monthly progress Report (SMPR) এবং Annual Program Implementation Report (APIR) প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সরকার এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (২০১৭-২০২২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে Annual Program Review (APR) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Program Management and Monitoring and Unit (PMMU) এর কার্যাবলী সমন্বয়;
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলী;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগীতা প্রদান;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৮টি প্রকল্প অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত ৫ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

- এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত হয়েছে এবং সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের হার ৯০.২৩%।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের 4th HPNSP- এর Six- monthly Program Report প্রণয়ন করা হয়েছে এবং Annual Program Implement Report (APIR) এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্বব্যাংকের ৫০মিলিয়নের একটি অনুদান সহায়তায় রোহিঙ্গাদের জন্য HNP সেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণের লক্ষ্যে LCG Working Group (Health) গঠন করা হয়েছে।
- নগর স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা :

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	**ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৮)**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত চলমান অপারেশনাল প্ল্যান ও প্রকল্পের তালিকা :

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি):	
1. Sector-Wide Program Management and Monitoring (SWPMM)	11. Strengthening of Drug Administration and Management (SDAM)
2. Health Economics and Financing (HEF)	12. Human Resource Development (HRD)
3. Physical Facilities Development (PFD)	13. Improved Financial Management (IFM)
4. Planning, Monitoring and Research (PMR)	14. Health Information Systems and e-Health (HIS & e-Health)
5. Procurement, Storage and Supplies Management-HS (PSSM-HS)	15. Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (MNCAH
6. National Nutrition Services (NNS)	16. Communicable Diseases Control (CDC)
7. TB-Leprosy & AIDS/STD Programme (TBL & ASP)	17. Non-Communicable Diseases Control (NCDC
8. National Eye Care (NEC)	18. Community Based Health Care (CBHC)
9. Hospital Services Management (HSM)	19. Life Style and Health Education & Promotion (LHEP)
10. Alternative Medical Care (AMC)	
প্রকল্পের তালিকা :	
১. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (২৫০ শয্যাবিশিষ্ট) ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৫. জাতীয় ক্যান্সার ইনসটিটিউট ও হাসপাতাল (৫০ শয্যাবিশিষ্ট)কে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
২. অ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২য় সংশোধিত)	১৬. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
৩. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিড ডিজিজেজ রিসার্স এন্ড হসপিটাল
৪. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট (১ম সংশোধিত)	১৮. কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন
৫. শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ (২য় সংশোধিত)	১৯. অ্যাক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের অ্যাসপেশিয়ালাইজড হসপিটাল, খুলনা
৬. অ্যাস্টাবলিসমেন্ট অব ট্রমা সেন্টার অ্যাট গোপালগঞ্জ	২০. জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)
৭. অ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ	২১. শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্ল্যাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট
৮. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (২৫০ শয্যা বিশিষ্ট) এবং	২২. শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ৫০০শয্যার

ট্রমা সেন্টার, মানিকগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ।
৯. শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত)	২৩. জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জামালপুর নার্সিং কলেজ স্থাপন
১০. পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন	২৪. শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কম্পোনেন্ট ২: দেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ও ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
১১. আই হেলথ প্রোমোশন এন্ড প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেস ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ	২৫. অ্যাস্টাবলিসমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট অব পাবনা
১২. ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড প্র্যাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)।	২৬. ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন
১৩. গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭. এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভড অব নার্সিং এডুকেশন (১ম সংশোধিত)
১৪. সেইফ মাদারহুড প্রোমোশন অপারেশনস রিসার্চ অন সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবর্ন সার্ভাইভাল	২৮. স্ট্রেদেনিং পাবলিক হেলথ অ্যাকশনস ফর ইমারর্জিং ইনফেকটিয়ার্স ইভেন্টস ইন বাংলাদেশ

অটিজম সেল

অটিজম স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অগ্রগতি :

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন :

বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চেয়ারম্যান করে ২৯/০৭/২০১২ তারিখে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কমিটি পুনর্গঠন করে ১১ সদস্য করা হয়েছে। এ পর্যন্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যাবলী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ২৯/০৭/২০১২ তারিখে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সভাপতি করে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয় যা ২০১৭ সালে পুনর্গঠন করে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে।

অটিজম বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন :

২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক ১ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়। Autism Speaks এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশি ও বিদেশি এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের সাফল্য দেশে এবং বিদেশে Autism Spectrum Disorder সম্পর্কিত ব্যাপক কর্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

“অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল” গঠন :

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২২/০৫/২০১৪ তারিখে সাময়িকভাবে “অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল” গঠন করা হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা বিভোগের আওতায় স্থায়ীভাবে অটিজম সেল সৃষ্টির প্রস্তাব জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টগণ কাজ করছেন। অটিজম সেলের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রতি সপ্তাহের সোমবার এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে ফোকাল পয়েন্টগণ সভা করছেন। সাপ্তাহিক সভায় ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান (২০১৬-২০২১) এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের করণীয় অংশ চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ করা হযেছে। মাঠ পর্যাযে সম্পাদনযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা :

শিশুদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যার চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জানুয়ারী, ২০১৫ তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ইপনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- অটিজম রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপত্র প্রদান
- ডাক্তার, নার্স, অভিভাবক, পিতামাতা ও অটিজম কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সচেতনতামূলক কার্যক্রম
- অটিজম শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল পরিচালনা (৩০ জন)
- অটিজম বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ে গবেষণা /পাইলট স্টাডি :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প , নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল অপারেশনাল প্ল্যান এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর মাধ্যমে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ বিষয়ে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলায় এবং ঢাকা শহরের ৫টি আরবান এরিয়ায় ০-৯ বছরের ৭২৮০ জন শিশুকে সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভের ফলাফল – Autism Spectrum Disorder (ASD) এর প্রিভালেন্স ০.১৫% (৩% শতাংশ ঢাকা শহরে এবং পল্লী এলাকায় ০.০৭%)। সার্ভের ফলাফল প্রকাশ ১৬ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৫;

শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম

ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ দেশের ১৫ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে।যার মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভলপমেন্টাল সমস্যা যুক্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আরও ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ০৯টি জেলা সদর হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ০১ জন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন শিশু মনোবিজ্ঞানী, ০১ জন শিশু বিকাশ থেরাপিস্ট এবং ০২ জন সহযোগী কর্মচারী দায়িত্বরত আছে।

Rehabilitation Council of Bangladesh সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন

অটিজম এবং এনডিডি সমস্যাযুক্তদের সেবা প্রদানকারী অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পীচ থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্টদের কার্যক্রমকে আইনগত ভিত্তি প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে Rehabilitation Council of Bangladesh সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কাজ জাতীয় স্টীয়ারিং কমিটির মাধ্যমে হাতে নেয়া হয়েছে।

জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন

Institute for Community Inclusion (ICI), University of Massachusetts, Boston এবং সূচনা ফাউন্ডেশন এর কারিগরি সহযোগিতায় এবং ডিএফআইডি'র (JDTF) আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক National Strategic Plan for and Neurodevelopmental Disorders(2016-2021) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির মাননীয় চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন জাতীয় কৌশলপত্র প্রকাশনা উপলক্ষে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং National Strategic Plan for and Neurodevelopmental Disorders(2016-2021) অবহিতকরণ করা হয়। এই জাতীয় কৌশল পত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এর "WHO Excellence Award" ও "Distinguished Alumni Award" গ্রহণ :

"67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia" অনুষ্ঠানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ করে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে অসামান্য অবদান রাখার জন্য জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে "WHO Excellence Award" প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত ব্যারি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে "Distinguished Alumni Award" প্রদান করে।

ফাস্ট ট্রাক সার্ভিস ও মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ :

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক ব্যক্তিদের ফাস্ট ট্রাক সার্ভিস দেওয়ার জন্য সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল হাসপাতালে কার্যক্রম চালুর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

World Health Assembly-তে Side Event এর আয়োজন :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিগত ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পরপর ০৩ (তিন) বছর ধরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮তম World Health Assembly-তে অটিজমের উপর Side Event এর আয়োজন করে আসছে। Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) শীর্ষক এজেন্ডাটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৩৩ তম Executive Board সভায় গৃহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Executive Board সভায় এজেন্ডাটি গ্রহণের বিষয়ে জেনেভাস্থ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। গত ২৩ মে, ২০১৪ তারিখ জেনেভায় অনুষ্ঠিত 67th World Health Assembly-তে উক্ত Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) শীর্ষক এজেন্ডাটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ ১৯২ টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক রেজুলেশনটি অটিজমকে global health priority হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

SEARO Conference, 2014 –এ অটিজমের উপর সাইড ইভেন্টের আয়োজন :

গত ৮-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁও তে "67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia" এবং "32nd Health Ministers Meeting" অনুষ্ঠিত সভা চলাকালে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

তারিখ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে "Global Initiative on Autism" নামক একটি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল-যেখানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং উপস্থিত ছিলেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অটিজম অন্তর্ভুক্তিকরণ :

বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বাস্থ্য সেক্টরে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশ জনিত সমস্যা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ভূটানে অটিজম ও স্নায়ু বিষয়ক সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন :

গত ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৭ তিন দিন ব্যাপি ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং WHO'র আয়োজনে International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders 2017 অনুষ্ঠিত হয়। Shuchona Foundation, Bangladesh এবং Ability Bhutan Society, Bhutan এ কনফারেন্স এর Technical Support প্রদান করে। অটিজম সেল সম্মেলনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেছে। সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে Chairperson করে Executive Committee, অধ্যাপক ড. প্রাণ গোপাল দত্তকে আহ্বায়ক করে Organizing Committee এবং সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে Chairperson করে Technical/Scientific Review Committee গঠন করা হয়েছিল। Shuchona Foundation, Bangladesh এ কনফারেন্স এর Technical and Scientific Support প্রদান করেছে। ২০৯ জন বিদেশি এবং ৫০ (প্রায়) জন ভুটানের অংশ গ্রহণকারী সম্মেলনে যোগদান করেন। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে থিম্পু ঘোষণা গৃহিত হয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য পরিপত্র জারীকরণ :

অটিজম ও এনডিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টগণ কাজ করছেন। অটিজম সেলের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রতি সপ্তাহের সোমবার এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে ফোকাল পয়েন্টগণ সভা করছেন। সাপ্তাহিক সভায় ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান (২০১৬-২০২১) এর আলোকেসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের করনীয় অংশ চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ করা হযেছে। সাপ্তাহিক সভার কার্যক্রমের ফলেই মাঠ পর্যাযে সম্পাদনযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র জারী করা সম্ভব হয়েছে।

ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ফর নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস্ ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়ন ও কেরাণীগঞ্জের পাইলট প্রোগ্রাম :

ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ঢাকার কেরাণীগঞ্জে একটি পাইলট প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। পাঁচটি কোর মন্ত্রণালয়/বিভাগ যৌথভাবে এটি সমন্বয় করছে এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অটিজমসেলসহ পাঁচটি কোর মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকাল পয়েন্টগণ প্রতি সাপ্তাহিক সভায় এ বিষয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে। পাইলট প্রোগ্রামের জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি একদিনের একটি কর্মশালা গত ২৬ আগস্ট,২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর ১১/১০/২০১৭ তারিখে জেলা এনডিডি কমিটির সভা এবং ২৬/১০/২০১৭ তারিখ উপজেলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার সভায় কেরাণীগঞ্জের মাননীয় সংসদ সদস্য, এনডিডি ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন, অটিজম সেলের মহাপরিচালক, ঢাকার জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ,কোর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ফোকাল পয়েন্ট অটিজম সেলের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ৩-৫ ডিসেম্বর ২০১৭ কেরাণীগঞ্জের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার উপর একটি প্রশিক্ষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মেডিকেল কলেজের ইপনায় দেওয়া হয়েছে যাতে পাইলট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা যায়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে উপকারভোগী পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছেঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইসিডি ও এনডিডি বিষয়ে ১৮টি (৩৬ টির মধ্যে) ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ইসিডি ও এনডিডি বিষয়ে এক ব্যাচে ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- অটিজম ও এনডিডি শিশুকে চিহ্নিত করতে মাঠ পর্যায়ে ৩টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। (মোট এনডিডি ২২৩ - সেরিব্রাল পলিসি ৫৭, এপিলেপসিসহ সেরিব্রাল পলিসি ৪৬, অটিজম ৪২, ডাউন সিনড্রোম ২৩, এপিলেপসি ১৩, Mental Reterdation ২২, অন্যান্য ২০)
- অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্য সম্পন্নদের বিশেষ স্বাস্থ্য কার্ড। (মোট ২৮১- CP with Epilepsy ১৩২, Epilepsy ১৭, অটিজম ৪৫, ডাউন সিন্ড্রোম ৩০, Mental Retardation ৩১, অন্যদের ২৬)
- প্রতি শনিবার সাপ্তাহিক "সাপ্তাহিক শিশু বিকাশ ক্লিনিক"
- ইসিডি বিষয়ে জানানোর জন্য গর্ভবতী মায়ের রেগুলেটার রেজিস্ট্রেশন চলমান